JAN. 03 2001

তারিখ ……
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

'মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে'

গত ২৯-০৮-২০০০ইং তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন অধ্যাদেশ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমাদের বিনীত আবেদন যে, উক্ত রেজিস্ট্রেশন প্রস্তাব অধ্যাদেশ-এ একটি বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সিংহভাগই ভাড়াকৃত বাড়ীতেই পরিচালিত হচ্ছে। হাতে গোনা গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান আছে যা নিজস্ব বাড়ীতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু নিজস্ব বাড়ীতে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো ব্যক্তির নামে, প্রতিষ্ঠানের নামে নয়। যেহেতু উক্ত বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শর্ত পূরণ করতে গেলে দেশের সমস্ত কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব আজ সর্বজনবিদিত। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্ডারগার্টেনগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার প্রমাণ হল, আমাদের দেশের সাত হাজারেরও বেশী কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। দেশে যদি কিন্ডারগার্টেন বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল না থাকতো তবে সরকারকে দেশের শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে জরুরী ভিত্তিতে আরো ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হতো। এজন্য ব্যয় করতে হতো কমপক্ষে প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা। আর এ টাকা ব্যয় করে যদি সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে ব্যর্থ হতো, তবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে যেত। কাজেই দেখা যায়, এ সকল প্রতিষ্ঠান চালু না করা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হচ্ছে না কেবলমাত্র দেশের প্রায় ৬৮০০টি কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবরই সরকারী কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল বাণিজ্যিক হারে পরিশোধের বোঝা, দেয়া হচ্ছে না ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যের বই। সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারে ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত স্কুলগুলোর দিকে সরকার যথাযথভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। কারণ উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেক ছাত্র/ছাত্রী পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অধ্যয়নের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। যার ফলে দেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির দিক থেকে দেশ পিছিয়ে পড়েছে। দেশ হারাচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। এই অবস্থা কোনক্রমেই সচেতন জাতির জন্য কাম্য নয়। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, দেশের কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও সমমানের বিদ্যালয়সমূহকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে রেজিস্ট্রেশন না দিয়ে সহজ শর্তে কিন্ডারগার্টেন স্কুল হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি প্রদান ও উক্ত বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ১ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ ছাত্রীদের বিনামূল্যে বোর্ডের বই প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং অধ্যয়নরত ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান।

দেশ কিন্ডারগার্টেন এন্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুল এসোসিয়েশনের পক্ষে
সভাপতি
—মোঃ শাহীন পারভেজ
৩৬৫, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭